দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 AUG 1994
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

ভার্সিটিতে বন্দুকযুদ্ধ ঃ ভাংচুর পুলিশের টিয়ার গ্যাস

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান দু'টি ছাত্র গ্রুপের মধ্যে তুমুল বন্দুকযুদ্ধের সময় একজন শিক্ষক বোমার স্প্লিন্টারে আহত হন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে একদল যুবক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাংচুর করে।

সংঘর্ষ চলাকালে পুরো কলাভবন এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীরা প্রাণভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করেন। প্রায় একঘন্টা স্থায়ী এই সংঘর্ষে পাঁচ শতাধিক রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়েছে। পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। সংঘর্ষ ও ভাংচুরের জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (ম-ই) পরস্পরকে দায়ী করেছে।

বৃহস্পতিবার ছাত্রদল তাদের পূর্বনির্ধারিত সমাবেশের পূর্বে বেলা সাড়ে এগারটায় মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ডাকসু ভবনের পাশ দিয়ে কলাভবনের সামনে দিয়ে ঘুরে লেকচার থিয়েটারের কাছাকাছি পৌঁছালে সেখানে ছাত্রদলের মিছিলটি ছাত্রলীগের মিছিলের মুখোমুখি হয়। ছাত্রলীগের এই মিছিলটি তখন সায়েন্স এনেক্স ভবনে আইন অনুষদের ডীন ডঃ এরশাদুল বারীর দফতরের সামনে তাদের অবস্থান ধর্মঘট পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

লেকচার থিয়েটারের সামনে মিছিল দু'টি মুখোমুখি হওয়ার পর এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের মিছিলটি ক্যাম্পাস শ্যাডোর সামনে দিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে অপরাজেয় বাংলার দিকে চলে যায়। এদিকে ছাত্রদলের মিছিলটি লেকচার থিয়েটারের সামনে দিয়ে মধুর ক্যান্টিন হয়ে ডাকসু ভবনের পাশ দিয়ে অপরাজেয় বাংলায় যাওয়ার সময় ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে মিছিল দু'টি পুনরায় একে অপরের মুখোমুখি হয় এবং দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এ সময় ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ পর উভয় দলের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের ফলে ছাত্রদলের মিছিলটি অপরাজেয় বাংলার দিকে এবং ছাত্রলীগের মিছিলটি লাইব্রেরীর দিকে চলে যায়।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রদলের সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন

(৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বন্দুকযুদ্ধ ঃ ভাংচুর পুলিশের টিয়ার গ্যাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আলমের বক্তৃতা শেষে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ছাত্রদলের সমাবেশকে লক্ষ্য করে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার দক্ষিণ পাশ থেকে কাটা রাইফেল দিয়ে দু'রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী জানায় ঃ লাইব্রেরীর সামনে থেকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা এগিয়ে এসে গুলি চালায়। গোলাগুলির সময় ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রলীগের সমাবেশ চলছিল। এ পর্যায়ে সমাবেশকারীরা এই ক্যাডারদের সঙ্গে গোলাগুলিতে অংশ নেয়। ফলে সংঘর্ষ গোলাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের মধ্যে কয়েক শত রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়।

সংঘর্ষ চলাকালীন ছাত্রলীগ কর্মীরা লাইব্রেরী, ভাষা ইনস্টিটিউট ও মধুর ক্যান্টিনে অবস্থান নেয়। অপরদিকে ছাত্রদল অবস্থান গ্রহণ করে কলাভবনের সামনের চত্বরে এবং আইবিএ ভবনে। দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলির সময় ছাত্রদলের কর্মীরা এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মিলে ছাত্রলীগের অবস্থানের দিকে ধাবিত হলে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় এবং এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা গুলি করতে করতে দ্রুতবেগে লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে হাকিম চত্বর হয়ে জগন্নাথ হলের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় ছাত্রলীগের এক গ্রুপ রোকেয়া হলের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে গুলি ছুড়তে থাকে।

এ সময় পুলিশের একটি দল উভয় পক্ষকে লক্ষ্য করে অবিরাম টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। এরপর অবস্থা শান্ত হয়ে এলে ছাত্রদল পুনরায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশ করে।

ক্যাম্পাসে যখন সংঘর্ষ চলছিল তখন একদল বিক্ষুব্ধ তরুণ বেলা আনুমানিক সাড়ে বারোটায় সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষে প্রবেশ করে। এ সময় তিনি ভেতরে ছিলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এক পর্যায়ে একই বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবদুস সালামকে নাজেহাল করে। তারা বিভাগের টেলিপ্রিন্টার কক্ষের ক্ষতিসাধন করে। উত্তেজিত তরুণরা বিভাগের ফটোকপি মেশিন, নোটিশ বোর্ড, জানালার কাচসহ অনেক আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে।

সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ভবনের সামনে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক রতনলাল চক্রবর্তী পায়ে বোমার স্প্লিন্টারের আঘাত আহতে হন। এছাড়া কলাভবনের ডীন অফিসের কর্মচারী ও মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা বজলুর রহমান সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে আহত হন।

সংঘর্ষের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবু জাফরকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে আসেন। তিনি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, ডঃ আবদুস সালাম, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, কলা বিভাগের ডীন আমিনুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে কলাভবন থেকে বের হওয়ার সময় উত্তেজিত ছাত্ররা ডঃ আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে শুরু করে এবং তারা ক্যাম্পাসে ডঃ আরেফিন সিদ্দিককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

সিন্ডিকেটের জরুরী সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিকালে ভিসি ভবনে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে তখনই এই ধরনের নিন্দনীয় ও অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সভায় ভাইস চ্যান্সেলর জানান, গত ২ আগস্ট একদল তরুণ সায়েন্স এনেক্স ভবনে যায় এবং আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এম এরশাদুল বারী সম্পর্কে আপত্তিকর ও অশালীন শ্লোগান দেয় ও তাঁর অফিস কক্ষের দরজায় লাথি মারে এবং উপস্থিত আইন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের প্রতি কটূক্তি করে একজন ছাত্রকে প্রহার করে ও ২ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে কলাভবন ও সংলগ্ন এলাকায় দুটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে গোলাগুলিবিনিময় হয়। এক পর্যায়ে কলাভবনে অবস্থিত গণ-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভাংচুর হয়। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ডঃ রতনলাল চক্রবর্তী বোমার স্প্লিন্টারে পায়ে আঘাত পান এবং কলা অনুষদের একজন কর্মচারী বজলুর রহমান প্রহৃত হন। এছাড়াও কয়েকজন শিক্ষককে লক্ষ্য করে কটূক্তি করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

সংঘর্ষের পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে (ম-ই) দায়ী করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম বক্তৃতাকরেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালে জগন্নাথ হল থেকে মুজিববাদী ছাত্রলীগের সমর্থক একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বহিরাগতদের সাথে নিয়ে সমাবেশে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে।

তিনি বলেন, মুজিববাদী সন্ত্রাসীদের গুলিতে শিক্ষক রতন লাল চক্রবর্তী আহত হন। সন্ত্রাসীরা কলাভবনে প্রবেশ করে কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও ছাত্রছাত্রীদের মারধোর করে।

তিনি মুজিববাদী সন্ত্রাসীদের হামলা ও সন্ত্রাসের নিন্দা করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসাবে ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রলীগ

ছাত্রলীগ (ম-ই) ক্যাম্পাসে হামলা ও সন্ত্রাসের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম বক্তৃতা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রলীগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আইবিএ ভবনের সামনে থেকে সমাবেশে গুলি চালায়। তিনি অভিযোগ করেন, এই সময়ে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত পোশাকধারী ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন যে সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ কর্মী ও সমর্থকদের বহিষ্কার ও তাদের কক্ষ ভাংচুর করে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট, রোববার দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ, ৮ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও ১০ আগস্ট নূর হোসেন স্কোয়ারে ছাত্র সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে কলাভবন এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতার নিন্দা জানিয়ে একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে সমিতির সভাপতি প্রফেসর শাহাদত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের সভায় এই বিবৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে পরিকল্পিতভাবে এক নরকীয় ধ্বংসলীলা চালানো হয়। এক ঘন্টার অধিক সময় যাবতপুরো কলা ভবন এলাকায় এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে আরো অভিযোগ করা হয়, ভাইস চ্যান্সেলরের সামনেই একদল সন্ত্রাসী ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরীর উপর চড়াও হয় ও তার পেটে পিস্তল উচিয়ে ধরে। বিবৃতিতে সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষক সমিতির সভা

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আলোচনার জন্য শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা আজ বিকাল ৫ টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের নিন্দা করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে উক্ত সংঘর্ষের সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও বিচার দাবী করেন।

বিবৃতিদাতা সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, জাসদ (ইনু), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগর শাখা জাতীয় ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্রলীগ (মি-ল), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোট, জাতীয় যুব কমান্ড, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রভৃতি।